যায়যায়দিন

তারিখ 2 3- OCT-2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম 2

চবিতে ২২ আগস্টের ঘটনায় চার্জ শিটভুক্তদের দাবি

আমরা ইউনিভার্সিটি প্রশাসনের আক্রোশের শিকার

চট্টগ্রাম অফিস

ছাত্রদের ভর্তি ফিসহ বিভিন্ন ফি কমানোর দাবিতে আন্দোলন করায় ইউনিভার্সিটি প্রশাসনের আক্রোশের শিকার হয়েছেন বলে দাবি করেছেন, চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির ২২ আগস্টের ঘটনায় চার্জ শিটভুক্ত বিভিন্ন সংগঠনের নেতাকর্মীরা। তবে চার্জ শিটভুক্ত আসামিদের এ দাবি অস্বীকার করে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা হাটহাজারী থানার এসআই ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, ঘটনার ভিডিও ফুটেজ, পত্রিকায় প্রকাশিত ছবি ও প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীদের সাক্ষ্য নিয়েই মামলার চার্জ শিট দেয়া হয়েছে।

চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটিতে গত ২২ আগস্টের বিক্ষোভ ও সংঘর্ষের ঘটনায় ১০ জনকে আসামি করে গত রবিবার আদালতে চার্জ শিট দেয় হাটহাজারী থানা পুলিশ। চার্জ শিটে আসামি করা হয় ইউনিভার্সিটি ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি কাঞ্চন সরকার, সহসভাপতি মনিদীপা ভট্টাচার্য, সেক্রেটারি জমির উদ্দিন রাসেল, অফিস সেক্রেটারি মেজবাহ উদ্দিন, সদস্য বিজয় কুমার দাশ, ছাত্র ইউনিয়নের সেক্রেটারি মন্টি বৈষ্ণব, ছাত্রলীগের উপবিজ্ঞান সম্পাদক জাহিদ হাসান জুয়েল, ইউনিভার্সিটির অফিসার সমিতির সভাপতি ও বহিষ্কৃত সহকারী রেজিস্ট্রার জাকির হোসেন, কর্মচারী ইউনিয়নের সেক্রেটারি ও চারুকলা বিভাগের বহিষ্কৃত কর্মচারী সৈয়দ নাজিম উদ্দিন, দৈনিক সংগ্রামের ইউনিভার্সিটি করেসপনডেন্ট মহিউদ্দিন টিপু।

ওই ঘটনায় চার্জ শিটভুক্ত আসামি সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ইউনিভার্সিটি শাখার সেক্রেটারি জমির উদ্দিন রাসেল গতকাল যায়যায়দিনকে এ কথা জানান। একই দাবি আরেক আসামি ইউনিভার্সিটি ছাত্রলীগের উপবিজ্ঞান সম্পাদক জাহেদুল ইসলাম জুয়েলের। তিনি বলেন, আমরা তো ঢাকা ইউনিভার্সিটির ঘটনার সঙ্গে চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির ঘটনাকে মিলানোর কোনো সুযোগ নেই। এখানকার ছাত্ররা আন্দোলন করে প্রশাসনের কাছে যে স্মারকলিপি দিয়েছে, তাতে ভর্তি ফিসহ বিভিন্ন ফি কমানোর দাবিই করা হয়। এ আন্দোলনকে থামাতেই ইউনিভার্সিটি প্রশাসন পরিকল্পিতভাবে আমাদের আসামি করেছে। ছাত্র নেতাদের এ দাবির বিষয়ে ইউনিভার্সিটির ভিসি প্রফেসর ড. বদিউল আলমের সঙ্গে কয়েক দফা যোগাযোগ করা হলে তিনি মোবাইল বন্ধ করে দেন।

উল্লেখ্য, ইউনিভার্সিটিতে সংঘটিত ঘটনায় জড়িত সন্দেহে গত ১ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে ছাত্র ফ্রন্টের সদস্য বিজয় দাশকে নগরীর কামাল গেট এলাকার বাসা থেকে গ্রেফতার করা হয়। ছাত্র ইউনিয়নের ইউনিভার্সিটি সভাপতি মন্টি বৈষ্ণবকে গত ১৮ সেপ্টেম্বর বহদ্দারহাট এলাকার স্বজন সুপার মার্কেট থেকে গ্রেফতার করা হয়। পরে শারীরিক অসুস্থতার কারণে মুচলেকা নিয়ে তাকে ছেড়ে দেয় পুলিশ।

এদিকে গত ২২ আগস্ট চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটিতে সংঘটিত ঘটনার বিষয়ে গঠিত তদন্ত কমিটির সামনে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের প্রতি অনুরোধ করেছেন তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক প্রফেসর মনসুর উদ্দিন আহমেদ। গতকাল এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে তিনি এ অনুরোধ জানান।